ISSN : 2414-3200

Uttara University Islamic Studies Journal

Volume-1 Number-1 January-June 2016

Uttara University

Bangladesh

Uttara University Islamic Studies Journal
Volume-1, Number-1, January-June 2016
ISSN : 2414-3200

আল-কুর'আনে পশু-পাখি প্রসঙ্গ

মুহাম্মদ আতিকুর রহমান *
মোঃ ইমরান **

সারসংক্ষেপ

আল-কুর'আন ও হাদীসে পশু-পাখি বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। যার মাধ্যমে তাদেরকে সৃষ্টি করার বিভিন্ন মাহাত্ম্য উল্লেখ করা হয়েছে। মানবজাতির ন্যায় সকল পশু-পাখি আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে থাকে। আল-কুর'আন ও হাদীসে পশু-পাখির মাধ্যমে মানবজাতির বিভিন্ন উপকারের বিষয়েও আলোচিত হয়েছে। ইসলাম পশু-পাখিকে তাদের যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে যেভাবে তাদের থেকে সেবা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে তাদের দেখাশুনার দায়িত্বও দিয়েছেন। তাই মানবজাতি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলেই পশু-পাখির ন্যায় তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির তাৎপর্য পৃথিবীবাসী উপভোগ করতে পারবে।

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে অসংখ্য জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে পশু-পাখি অন্যতম। আর তারা সৃষ্টির সেরা জীব মানবজাতির ন্যায় একটি সৃষ্টি এবং তাঁর বিভিন্ন নিয়ামতের অংশীদার। তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন পশু-পাখির নাম আল-কুর'আনে উল্লেখ রয়েছে। যার মাঝে উট, ঘোড়া, গরু, গাধা, হাতি, কুকুর, বানর, শুকর, কাক, হুদহুদ ও সালওয়া পাখি অন্যতম। এ সকল সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম ক্ষমতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। আবার এ সকল পশু-পাখি আল-কুর'আনে ব্যবহারের মাধ্যমে যেমনিভাবে বিভিন্ন বক্তব্য সহজভাবে উপস্থাপন করেছন আবার বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। হজ্জে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট পশুকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আর মানবজাতি আল্লাহর জন্য পশু কুরাবানীর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে বিশেষ কল্যাণ লাভ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে মানবজাতির বিভিন্ন উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে পশু-পাখির মাধ্যমে তারা খাদ্য, বস্ত্র, যানবাহন, আভিজাত্য প্রকাশসহ নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে থাকে। পৃথিবীতে পশু-পাখি না থাকলে পরিবেশ ও মানুষের অস্তিত্ব থাকতো না। তাই পৃথিবীতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং মানবজাতির কল্যাণে পশু-পাখির অবদান অতুলনীয়।

---

* সিনিয়র লেকচারার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ।
** লেকচারার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

উট

আল্লাহ তা'আলা আল-কুর'আনে যে সকল পশুর কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে উট অন্যতম একটি প্রাণী। উটের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। উত্তপ্ত মরুভূমিতে খাদ্য-পানীয় ব্যতীত শত শত মাইল অতিক্রম করতে পারে আল্লাহর এ সৃষ্টি। মহান আল্লাহ বলেন :

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.

"তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?"[১]

উল্লেখ্য যে, উটের নাসারন্ধ্রের আর্দ্রতা বিশোষণের জন্য এক বিশেষ ঝিল্লী রয়েছে, যা শ্বাস ত্যাগকালে তার আর্দ্রতা বেরিয়ে যেতে দেয় না। উট ব্যতীত আর কোন পশুর দেহে এ ধরণের ঝিল্লীর অস্তিত্ব কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। অন্যান্য পশুর শ্বাসত্যাগের সাথে সাথে অনিচ্ছাকৃতভাবে যে পরিমাণ আর্দ্রতা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, এ ক্ষেত্রে উটের ৬৮ শতাংশ রক্ষা করা সম্ভব হয়। যার ফলে তারা মরুভূমিতে পানি ব্যতীত জীবন যাপন করতে পারে।[২]

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের পানি গ্রহণ পদ্ধতি মরুভূমিতে উটের পানি গ্রহণের সাথে তুলনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.

"আর তারা (জাহান্নামীরা) পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়।"[৩]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে, "কঠিন তৃষ্ণার্ত উটকে هائم বলা হয়, যার পিপাসাযুক্ত রোগ আছে। সে পানি চুষে নেয় কিন্তু পিপাসা দূর হয় না। এ রোগেই সে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুরূপভাবে জাহান্নামী গরম পানি পান করবে, যা এমনিতেই একটা জঘন্যতম শাস্তি হবে। সুতরাং এর দ্বারা পিপাসা নিবারণ হবে না।[৪]

মানুষের কাছে উট বশীভূত এবং এর মাধ্যমে তাদের যোগাযোগ সহজ হয়েছে ও পুষ্টি নিশ্চিত হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

"এবং উটকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি, এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের যবেহ করার সময় তোমরা

---

১. সূরা আল-গাশিয়াহ, ৮৮ : ১৭

২. সম্পাদনা পরিষদ কতৃর্ক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, (২য় সং) পৃ. ৩২৪

৩. সূরা আল-ওয়াকিয়াহ, ৫৬:৫৫

৪. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, রিয়াদ : দারুত তাইয়্যেবা, (১৯৯৯), খ. ৭, পৃ.৫৩৮

আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন তারা কাঁত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাঞ্চা করে না তাকে এবং যে যাঞ্চা করে তাকে। এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।”[৫]

ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম হজ্জ। তাই আল্লাহ তা'আলা হজ্জে যাতায়াতকে সহজ করার জন্য উটসহ সকল প্রকার যান-বাহন ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ. কে এভাবে হজ্জের ঘোষণা দিতে বলেন,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.

“এবং মানুষের কাছে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে সওয়ার হয়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে।”[৬]

ঘোড়া ও খচ্চর

মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করার পাশাপাশি তাদের যাতায়াতের বাহন হিসেবে ও শোভা বর্ধনের জন্য অন্যান্য পশু-পাখি সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে ঘোড়া ও খচ্চর অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

“তোমাদের আরোহণের জন্যে এবং শোভার জন্যে তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন।”[৭]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্য্যের জন্যে ও সওয়ারীর জন্যে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। এ জন্তুগুলো সৃষ্টির বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের উপকার লাভ। এই জন্তুগুলোকে অন্যান্য জন্তুগুলির উপর তিনি মর্যাদা দান করেছেন।[৮]

উল্লেখ্য যে, ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর, যাদেরকে শুধু যে যানবাহন হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে তা নয়, বরং কিছু কিছু ভাল জাতের ঘোড়া তাদের সুদর্শন চেহারা, উজ্জলতা ও দ্রুততার কারণে প্রদর্শনী এবং দৃশ্যাভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

---

৫. সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৩৬

৬. সূরা আল-হাজ্জ, ২২:২৭

৭. সূরা আন-নাহল, ১৬:৮

৮. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৫৮

"নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের কাছে সুন্দর করা হয়েছে এসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু।"[৯]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.

"এদের দ্বারা তোমাদের সৌন্দর্য বাড়ায়, যখন বিকালে চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও।"[১০]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এ সময়ে (সকাল-সন্ধ্যা) বাড়ির চত্বরে এগুলো একত্র হয়। ফলে চত্বর সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তাতে দর্শকদের চোখে মালিকের শান-শওকতও বেড়ে যায়। চারণভূমি হতে ফিরে আসার সময় যেহেতু তারা পূর্ণ-উদর ও স্ফীত স্তন নিয়ে আসে, তাই তখন এ সৌন্দর্য অধিকতর প্রতিভাত হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم.

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুফরীর মূল পূর্বদিকে, গর্ব এবং অহংকার ঘোড়া এবং উটের মালিকদের মধ্যে এবং বেদুঈনদের মধ্যে যারা তাদের উটের পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর শান্তি বকরির পালের মালিকেদের মধ্যে।[১১]

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহ. বলেন : খাদ্য, সৌন্দর্যচর্চা ও পরিবহনের সুবিধার জন্য আল্লাহ তা'আলা গাধা, ঘোড়া ও খচ্চরসহ বিভিন্ন পশু সৃষ্টি করেছেন। এ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বোঝাতে চেয়েছেন যে, যাতে মানুষের চিন্তাধারার আওতার মধ্যে সম্ভাব্য নতুন প্রয়োগের দ্বার উন্মুক্ত থাকতে পারে এবং পরিবহন, আরোহন ও বিনোদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হতে পারে।[১২]

আল্লাহ তা'আলা আল-কুর'আনে ঘোড়ার নামে শপথ করেছেন। আর এরকম শপথ করার কারণ হলো বিষয়বস্তু সহজে হৃদয়াঙ্গম করা ও শপথকৃত বিষয়ের গুরুত্ব প্রদান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[৯] . সূরা আলে-ইমরান , ৩:১৪

[১০] . সূরা আন-নাহাল, ১৬:৬

[১১] . ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, (বৈরুত, দার আল বাশাইর আল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ১০৪৮, হদীস নং ২৬৯৮

[১২] . সাইয়েদ কুতুব, *তাফসীর ফী যিলালিল আলকুরআন*, (বৈরূতঃ দার আশ শুরুক্ব, ২০০৫), খ. ৪, পৃ. ২১৬১-২১৬২

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا.

"শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান ঘোড়াসমূহের, অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক ঘোড়াসমূহের, অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী ঘোড়াসমূহের ও যারা সে সময় ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে, অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পরে।"[১৩]

ঘোড়া বিশেষতঃ সামরিক ঘোড়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কঠোর খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে থাকে। অথচ এ ঘোড়া মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদের যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তা তাদের সৃজিত নয়। আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌছে দেয় মাত্র। আর ঘোড়া, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চেনে এবং স্বীকার করে। তার সামান্য ইশারায় সে কঠোরতর কষ্ট সহ্য করে তার জীবনকে নির্ঘাত বিপদের মুখে ঠেলে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখি সৃষ্টি করেছেন মানবজাতির উপকারের জন্য। মানবজাতি তাদের মাধ্যমে যোগাযোগের বাহন হিসেবে উপকার লাভ করে। আর ঘোড়া যুদ্ধে যান-বাহনের বিশেষ ভুমিকা পালন করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ.

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে।"[১৪]

আর যারা যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ঘোড়া লালন-পালন করে থাকে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,

عن هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة.

আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির মীযানের পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে।[১৫]

---

[১৩]. সূরা আদিয়াত, ১০০:১-৫

[১৪]. সূরা আনফাল, ৮ : ৬০

[১৫]. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল জিহাদু ওয়াস সিয়ার, পরিচ্ছেদ : মান ইহতাসাবা ফারাসান ফী সাবীলিল্লাহি, (বৈরুত, দার আল বাশাইর আল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ১০৪৮, হদীস নং ২৬৯৮।

আর যে সকল যুদ্ধে ঘোড়া বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং মুসলমানগণ বিজয় লাভ করে, ঐ যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালে ঘোড়ার জন্য নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.

ইবনু উমার রা. হতে বর্ণিত, যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনীমতের মাল থেকে ঘোড়ার জন্য দু'অংশ এবং আরোহীর জন্য এক অংশ নির্ধারণ করেছিলেন।[১৬]

দাব্বাতুল আরদ

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের পূর্বে ভূ-গর্ভ থেকে অদ্ভূত এক প্রাণী বের করবেন, যাকে কাফির ও মুসলিম পার্থক্য করার ক্ষমতা দেয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

"যখন প্রতিশ্রুত বিষয় (কিয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের (মানুষের) সামনে ভূগর্ভ থেকে বের করব একটি জীব। সে তাদের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।"[১৭]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصا موسى بن عمران عليهما السلام . فتجلو وجه المؤمن بالعصا . وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى أن أهل الحواء ليجتمعون . فيقول هذا ياكافر

হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন : (কেয়ামতের প্রাক্কালে) একটি পশু (দাব্বাতুল আরদ) বের হবে এবং তার সাথে সুলাইমান ইবনে দাঊদ আ.-এর আংটি এবং মুসা ইবনে ইমরানের আ.-এর লাঠি থাকবে। সে লাঠি দিয়ে মুমিন ব্যক্তির চেহারা আলোকিত করবে এবং আংটির সিল মোহর দিয়ে কাফির ব্যক্তির নাকে চিহ্ন এঁকে দিবে। পরিশেষে, মহল্লাবাসী জমায়েত হবে। একজন বলবে : হে মুমিন এবং অপরজন বলবে : হে কাফির।[১৮]

---

[১৬]. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল জিহাদু ওয়াস সিয়ার, পরিচ্ছেদ : সিহামুল ফারাসি, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০৫১, হাদীস নং ২৭০৮।

[১৭]. সূরা আন- নামল, ২৭:৮২

[১৮]. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, বৈরূত: দারুল ফিকার, অধ্যায়: ফিতানি, (তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১৩৫০, হাদীস নং ৪০৬৩।

উল্লেখ্য যে, ঐ প্রাণীর দৈর্ঘ্য হবে ৬০ হাত। তার হাত ও পা থাকবে। শরীরে লোম থাকবে। বিভিন্ন ধরণের প্রাণীর সাথে এর মিল থাকবে। সাফা পাহাড় ফেটে যাবে, এর মধ্য হতে এ প্রাণী বের হবে।[১৯]

হাতি

ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা[২০] ৫৭০ খৃষ্টাব্দে কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য বিশাল এক হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় আগমন করে; আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষুদ্র সৃষ্টি আবাবীল নামক এক প্রকার বিশেষ পাখির মাধ্যমে তা রক্ষা করেন এবং হস্তীসহ তাদের ধুলিস্মাৎ করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ.

"আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন।"[২১]

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে, "আবরাহা বাহিনীর সাথে এক বিরাট উঁচু ও মোটা হাতি ছিল। এরকম হাতি আগে কখনো দেখা যায়নি। হাতিটির নাম ছিল মাহমুদ। ঐ হাতির সাথে আবরাহা আরো আটটি অথবা বারোটি হাতি নিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে বায়তুল্লাহর দেয়ালে শিকল বেঁধে দিবে, তারপর সমস্ত হাতির গলায় ঐ শিকল লাগিয়ে দিবে। এতে শিকল টেনে হাতিগুলো সমস্ত দেয়াল একত্রে ধ্বসিয়ে দিবে। [২২]

গাভী

আল্লাহ তা'আলা আল-কুর'আনুল কারীমের সূরার নামকরণে যে সকল পশুর নাম ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটি সূরা হলো বাক্বারা। যার অর্থ গাভী । এই গাভীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলের স্বভাব প্রকাশ এবং তার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে শিক্ষা প্রদান করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ
أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

---

[১৯]. কামাল উদ্দিন আদ্দামিরী, *হায়াতুল হায়াওয়ান*, কায়রো, মাকতাবাতুল বালাক, ১২৭৫ হিঃ, খ. ১, পৃ. ৩২৭

[২০] . তিনি ছিলেন খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ আরবের একজন খৃষ্টান বাদশাহ। ইসলামের ইতিহাসে তার প্রসিদ্ধি এই কারণে যে, তিনি একটি ইয়ামিনী বাহিনী নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৎসরে অর্থাৎ ৫৭০ খৃ. মক্কা আক্রমণ করেন। এর কারণ এই ছিল যে, তিনি সানআয় একটি গির্জা নির্মাণ করেন এবং ইয়ামানবাসীদের আরবের মক্কার পরিবর্তে সেখানে হাজ্জ করতে আহবান জানান। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছ থেকে হাতি আনেন এবং মক্কা আক্রমণ করেন।

-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ১, পৃ, ৪৩-৪৪

[২১] . সূরা ফীল, ১০৫:০১

[২২]. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ.৪৮৩

إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ.

"যখন মূসা আ. তার নিজ সম্প্রদায়কে বললেন : আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী জবেহ করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? মূসা আ. বললেন, মূর্খদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। মূসা আ. বললেন, তিনি বলেছেন, সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং বাচ্চাও নয়; বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেল। তারা বলল, তোমার পলনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে, তার রং কিরূপ হবে? মূসা আ. বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীত বর্ণের গাভী; যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। তারা বলল, আপনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি বলে দিন যে, সেটা কীরূপ? কেননা, এমন গাভী আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব। মূসা আ. বললেন, তিনি বলেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও জল সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়; তা হবে নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।"[২৩]

জীবন ও মৃত্যু দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর, তিনি শেষ বিচারের দিন সকলকে আবার জীবিত করবেন। কিন্তু অবিশ্বাসীগণ আল্লাহর এ ক্ষমতাকে অস্বীকার করে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলের এক মৃত ব্যক্তিকে জবেহকৃত গাভীর একটি অংশ স্পর্শ করার মাধ্যমে জীবিত করেছিলেন, যাকে তারাই হত্যা করে ছিল। মূলত আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

"যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে, যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়। অতঃপর আমি বললাম : গরুর একটি খন্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর।"[২৪]

---

[২৩]. সূরা আল-বাকারাহ, ২: ৬৭-৭১

[২৪]. সূরা আল-বাকারা, ২: ৭২-৭৩

গাধা

আল্লাহ তা'আলা আল-কুর'আনে গাধার মাধ্যমে মানবজাতির উপকার গ্রহণ ও গাধার মত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে লুকমান কর্তৃক তাঁর ছেলেকে নম্রতা শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে গাধার মত চিৎকার করা থেকে বিরত থাকার উপদেশটি উল্লেখযোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.

"(হযরত লোকমান তার সন্তানকে নির্দেশ দিচ্ছেন) তুমি চলাফেরা করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর করবে নীচু; আর কণ্ঠস্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[২৫]

শুকর

মানবজাতিকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করার পাশাপাশি তাদের উপকারের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জীব সৃষ্টি করেছেন। আবার তাদের সুস্থ্যতার জন্য বিভিন্ন পশু-পাখির গোশ্ত ভক্ষণ নিষেধ করেছেন। তার মাঝে অন্যতম শুকরের গোশ্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ.

"তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশ্ত, এবং সে সব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়।"[২৬]

শুকরের গোশ্ত হারাম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, শুকরের মাংসে Trichiniasis নামক এক প্রকার পরজীবী সংক্রামণ বাহিত হয়। এই পরজীবীর নাম Trichinella Spiralis; যা মানব দেহে বসবাসকারী সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির গোল কৃমি। কাঁচা অথবা অল্পসিদ্ধ করে রান্না করা শুকরের গোস্তে দলবদ্ধভাবে এ কৃমির শুককীট জীবিত রয়ে যায়, যা হতে মানুষ কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ শুক্রকীট দেহের বৃহদান্ত্রে বৃদ্ধি লাভ ও বংশ বিস্তার ঘটায় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন শুককীটের জন্ম দেয়, যা শরীরের প্রবাহমান রক্ত দ্বারা মাংসপেশী ও দেহকোষে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে তারা দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রদাহ ও অন্যান্য জটিলতা সৃষ্টি করে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এই রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক এই রোগে আক্রান্ত। কোন উপসর্গ না থাকায় এদের অধিকাংশই অনাবিস্কৃত রয়ে যায়। দেহের ভেতর মাংসপেশী ও কোষকলায় একবার Trichinae প্রবেশ করতে পারলে তা দূর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। জটিল পর্যায়ে হৃদযন্ত্র বা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ

---

২৫. সূরা লোকমান, ৩১: ১৯

২৬. সুরা আল-বাকারাহ, ০২:১৭৩

হয়ে সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা মারা যায়। বস্তুত কৃমির হৃদপিণ্ড ও ঝিল্লি কোষে আক্রমণ করে মায়োকার্ডিয়া হৃদরোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং তাতে শ্বাস-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে।[২৭]

কুকুর

ইসলামে সম্পদ পাহারা দেয়া ও শিকারের জন্য কুকুর পালন বৈধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের কয়েক স্থানে কুকুরের কথা উল্লেখ করেছেন। আসহাবে কাহাফ[২৮] এর সাথে একটি কুকুর ছিল, তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তার বাইরে কুকুরটি অবস্থান করে তাদের পাহারা দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا.

"তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডান দিকে ও বাম দিকে। তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি তুমি উঁকি দিয়ে তাদের দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়তে।"[২৯]

হাদীসে সম্পদ পাহারার জন্য কুকুর পালনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এক বর্ণনায় এসেছে,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط . إلا كلب حرث أو ماشية .

আবূ হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কৃষিক্ষেত অথবা পশুপাল পাহারায়রত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষে সে তার সৎকর্ম থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস করে।[৩০]

প্রত্যেক প্রাণী খুব সহজেই নাক ও গলার মাধ্যমে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে থাকে। কিন্তু কুকুর একমাত্র প্রাণী, যে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য জিহবা বের করে থাকে। আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়ে হযরত মুসা আ. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কারণে বনী-ইসরাঈলের এক আলেমের কুকুরের ন্যায় জিহবা বের করে দেন, যার ফলশ্রুতিতে তার শ্বাস-প্রশ্বাস কুকুরের মত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[২৭]. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ.৮০-৮১।

[২৮]. আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা কাহাফ-এ গুহাবাসীর বর্ণনা বিবৃত করেছেন। -সূরা আল-কাহাফ,১৮ : ৯-২৬

[২৯]. সুরা কাহাফ, ১৮ : ১৮

[৩০]. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : ফিতানি, পরিচ্ছেদ : জায়শু আল বায়দায়ী, বৈরূত : দারুল ফিকার তা.বি. কিতাব, আস সায়দি, খ. ২, পৃ.১০৬৯, হা.৩২০৪

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

"অবশ্যই আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শন সমূহের বদৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত, যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সে সব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃতি করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে।"[৩১]

বানর

আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলের এক সম্প্রদায়কে তাঁর অবাধ্য হওয়ার কারণে শাস্তি স্বরূপ বানরে রূপান্তর করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.

"আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর; যা ছিল সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশের ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর, আর যেদিন শনিবার হত না, আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিল নাফরমান। আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আযাব দিতে চান; কঠিন আযাব? সে বলল, তোমাদের পালনকর্তার সামনে দোষ ফুরাবার জন্য এবং এ জন্য যেন তারা ভীত হয়। অতঃপর যখন তারা সে সব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বুঝানো হয়েছিল, তখন আমি সে সব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের না-ফরমানীর দরুন। তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।"[৩২]

---

[৩১]. সূরা আল-আ'রাফ, ০৭:১৭৬

[৩২]. সূরা আল- আ'রাফ, ০৭:১৬৩-১৬৬

আল্লাহ তা'আলা অন্য স্থানে বলেন,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.

"এবং অবশ্যই তোমরা অবগত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের সীমা লংঘন করেছিল, আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা অধম বানর হয়ে যাও।"[৩৩]

হুদহুদ পাখি

মানবজাতির ন্যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা পশু-পাখিকেও বিশেষ জ্ঞান দিয়েছেন। যার দ্বারা মানবজ্ঞানের বাইরে কিছু বিষয়ে তারা অনুধাবন করতে পারে এবং এর মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। হযরত সোলাইমান আ. হুদহুদ[৩৪] পাখির মাধ্যমে নতুন সাম্রাজ্যের সংবাদ পান। মহান আল্লাহ বলেন:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ

"সুলায়মান পাখিদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন : ব্যাপার কী, হুদহুদকে দেখছি না যে? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। কিছুক্ষণ পর হুদহুদ পাখি এসে বলল 'আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি।"[৩৫]

হুদহুদ পাখির মাধ্যমে হযরত সোলায়মান আ. সফররত অবস্থায় পানির সন্ধান পেয়েছিলেন। তারা মাটির নিচে এমনভাবে পানি দেখে যেমনি স্বচ্ছ গ্লাসে পানি দেখা যায়। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, "সুলায়মান আ. সফরে এমন জায়গায় অবস্থান করছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পাখিকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত ঝর্ণাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান আ. হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিল যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোন জায়গায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি

---

[৩৩]. সূরা আল-বাকারাহ, ০২:৬৫

[৩৪]. হুদহুদ একটি পৃথিবী বিখ্যাত প্রসিদ্ধ পাখি। এ পাখির শরীরে ডোরা কাটা থাকে। তার মাথায় তাজের মতো রয়েছে। এজন্য তাকে আরবিতে আবুল আখবার, আবু ছামামা, আবু রবি, আবু রুই, আবু সাজ্জাদ, আবু আব্বার বলা হয়। এগুলো তার উপাধি। হুদহুদকে বহুবচনে হাদাহিদও বলা হয়। হুদহুদ জন্ম ও স্বভাবগতভাবে দুর্গন্ধময় হয়। দুর্গন্ধময় স্থানে তারা বাসা বানায়। তারা মাটির নিচে এমন ভাবে পানি দেখে যেমনি স্বচ্ছ গ্লাসে পানি দেখা যায়।
-কামাল উদ্দিন আদ্দামিরী, *হায়াতুল হায়াওয়ান*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২২৮

[৩৫]. সূরা আন-নমল, ২৭ : ২০- ২২

জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষীপ্র গতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত।" [৩৬]

কাক

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে কাকের মাধ্যমে কবর দেয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেন। আদম আ.-এর পুত্র কাবিল বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে, কিন্তু মৃতদেহ দাফন করার পদ্ধতি কাবিলের জানা ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা দুটি কাক প্রেরণ করেন এবং একটি কাক অন্য কাকটিকে হত্যা করে মাটিতে লুকিয়ে রাখে, আর এর মাধ্যমে কাবিল কবর দেয়ার পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন :

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ.

"অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভাইকে হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুললো, সুতরাং সে তাকে হত্যা করে ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়লো। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল, হায়! আমি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করব। ফলে সে লজ্জিত হল।"[৩৭]

সালওয়া

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদেরকে যে সকল নিয়ামত দিয়েছিলেন তার মধ্যে সালওয়া অন্যতম। সালওয়া এক প্রকার পাখি, যা চড়ুঁই পাখি হতে কিছু বড় এবং তার গায়ের রং ছিল লাল। হযরত মূসা আ.-এর প্রতি অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদেরকে ত্বীহ নামক পর্বতে ৪০ বছর আবদ্ধ করে রাখেন এবং তাদের খাদ্যের জন্য মান্না-সালওয়া নামক বিশেষ খাদ্য আকাশ থেকে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছিলাম, আমি তোমাদের উপর যে জীবিকা দান করেছি সেই পবিত্র জিনিস হতে ভক্ষণ কর এবং তারা আমার কোন অনিষ্ট করেনি বরং তারা নিজেদেরই অনিষ্ট করেছিল।"[৩৮]

---

[৩৬]. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মাআরীফুল কুরআন*, দেওবন্দ : মাকতাবাতু মোস্তাফাইয়াহ, তা.বি., খ. ৬, পৃ. ৫৫৮

[৩৭]. সূরা মায়িদা, ৫ : ৩১

[৩৮]. সূরা আল-বাকারা, ০২: ৫৭

সালওয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে,"সালওয়া হচ্ছে কোয়েল তথা গ্যালিফর্ম শ্রেণীর ফিসেন্ট, তিতির এবং টার্কি জাতীয় এক প্রকার অতিথি পাখির আরবী প্রতিশব্দ। কোটারনিস ভালগারিস নামে এ জাতের একটি অতি পরিচিত অতিথি পাখি সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় পাওয়া যায়। বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে মার্চ মাসে এদের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে। শীতকালে এরা আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এলাকায় পাড়ি জমায়।[৩৯]

বিশেষ পাখির মাধ্যমে কা'বা ঘর রক্ষা

আল্লাহ তা'আলা বিশেষ এক প্রকার পাখির মাধ্যমে কা'বা ঘর রক্ষা করেন। আর এ বিশেষ পাখিগুলোকে একত্রে আবাবীল বলা হয়ে থাকে। আবাবীল দ্বারা সেসব পাখি উদ্দেশ্য যারা আকাশে ও যমীনের মাঝামাঝিতে বাসা বানায়। অন্যান্য পাখির মত এদের ঠোঁটও আছে। আর কুকুরের বাহুর মত এদের বাহু।[৪০] মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.

"তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। যারা তাদের ওপর পোড়া মাটির কংকর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত ভূষির মত করেন।"[৪১]

আল্লাহ তা'আলা তার ঘর কা'বাকে রক্ষা করার জন্য এক পাল চড়ুঁইপাখির মত পাখি প্রেরণ করলেন। পাখিরা মুখে ছোট ছোট পাথর বহন করেছিল। এ সব পাথর তারা সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করলো। এর মাধ্যমে আবরাহার সেনাদল ভুষির মতো নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। আর এই চড়ুই পাখিগুলো ছিল আবাবিলের মতো। প্রতিটি পাখি তিনিটি পাথর বহন করেছিল। একটি মুখে অন্য দু'টি দুই পাখার নীচে।[৪২]

আরো অন্যান্য পশু-পাখি

নমরুদ ইব্রাহীম আ. এর সাথে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কের এক পর্যায়ে নিজকে জীবন-মৃত্যুর মালিক বলে দাবী করেন, কিন্তু হযরত ইব্রাহীম আ. আল্লাহই একমাত্র এ ক্ষমতার মালিক উল্লেখ করে তাঁকে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পাখির মাধ্যমে তাঁর এ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। তিনি (আল্লাহ) বললেন; তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি

---

[৩৯] . সম্পাদনা পরিষদ কতৃর্ক রচিত, *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[৪০] . কামাল উদ্দিন আদ্দামিরী, *হায়াতুল হায়াওয়ান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৭

[৪১] . সূরা আল-ফীল, ১০৫:০৩-০৫

[৪২] . আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতুম*, অনূদিত, খাদিজা আক্তার রেজায়ী, লন্ডন: আল কুরআন একাডেমী, পৃ.৭৩।

(ইবরাহীম আ.) বললেন, অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এ জন্য চাইছি যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরে নাও, এবং সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর (জবাই করে) দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপরে রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট (জীবিত হয়ে) দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন।"[৪৩]

আলোচ্য আয়াতে কোন ধরণের পাখি জবেহ করা হয়েছিল এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিগুলো ছিল কলুঙ্গ, ময়ূর, মোরগ ও কবুতর। আবার কেউ কবুতর, মোরগ, ময়ূর ও কাকের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৪]

ফেরাউন আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ও বিরোধিতার কারণে তাঁর বিভিন্ন গজবে পতিত হন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ.

"শেষ পর্যন্ত আমি তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেকদল (ব্যাঙ) ও রক্তধারার শাস্তি পাঠিয়ে ক্লিষ্ট করি, এগুলো ছিল আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাম্ভিকতা ও অহংকারেই মেতে রইলো, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি।"[৪৫]

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে, যখন মূসা আ. ফিরাউনকে বলেছিলেন : "হে ফিরাউন! বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও।" সেই সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঝড় তুফান শুরু হয়েছিল এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। ফিরাউন ও তার লোকেরা বুঝে নিয়েছিল যে, এটা আল্লাহর শাস্তি। তাই তারা বলেছিল : "হে মূসা! আল্লাহর নিকট দু'আ করে এই ঝড়-তুফান বন্ধ করে দাও। আমরা তোমার উপর ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেবো।" মূসা আ. তখন দু'আ করলেন। কিন্তু না তারা ঈমান আনলো, না বনী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠালো। ঐ বছর বৃষ্টিপাতের ফলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হলো। তারা তখন বলতে লাগলো-"বাহ! বাহ! আমাদের আকাঙ্ক্ষা তো এটাই ছিল।" কিন্তু ঈমান না আনার কারণে ফড়িংকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হলো। ওরা সমস্ত ক্ষেত খেয়ে ফেললো এবং শাক সব্জি নষ্ট করে দিলো। তারা বুঝে নিলো যে, এখন আর কোন ফসল অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং তারা মূসা আ.-এর শরণাপন্ন হয়ে বলল: "হে মূসা আ.! এ শাস্তিকে সরিয়ে দাও। আমরা ঈমান আনবো।" মূসা আ.-এর দু'আয় ফড়িং দূর হয়ে গেল। কিন্তু তারা ঈমান আনলো না। বরং তারা ফসল ঘরে জমা করে রাখলো এবং বলতে শুরু করলো : "কি ভয়? শস্যের ঢেরি বাড়ীতে বিদ্যমান রয়েছে।" হঠাৎ গমের পোকার শাস্তি তাদের উপর পতিত হলো। এমন অবস্থা হলো যে, কেউ দশ

---

[৪৩] . সূরা আল বাকারা, ০২: ২৬০

[৪৪] . ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৬৯০

[৪৫] . সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : ১৩৩

সের গম পেষণের জন্য নিয়ে গেলে তিন সেরও বাকী থকলো না। আবার তারা হযরত মূসা আ.-এর কাছে আযাব সরানোর দরখাস্ত করলো এবং ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার করলো। কিন্তু সেই শাস্তি দূর হওয়ার পরেও তারা বিরোধিতা করতেই থাকলো। কোন এক সময় হযরত মূসা আ. ফিরাউনের সাথে মিলিত হয়েছিলেন এমন সময় ভেকের ডাক শোনা গেল। তিনি ফিরাউনকে বললেন : "তোমার উপর ও তোমার কওমের উপর একী শাস্তি!" সে বললো : "এতে ভয়ের কোন কারণ নেই।" কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই জনগণের সারা দেহে ভেক (ব্যাঙ) লাফালাফি শুরু করে দিলো। কেউ কথা বলার জন্যে মুখ খুললে ভেক তার মুখে প্রবেশ করতো। পুনরায় তারা ঐ শাস্তি অপসারণের জন্যে মূসা আ.-এর নিকট আবেদন জানালো। কিন্তু সেই শাস্তি দূর হওয়ার পরেও তারা ঈমান আনলো না।[৪৬]

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে কেয়ামতের বিবরণ দিতে গিয়ে বন্যপশুদের একত্রিত করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

"যখন বন্য পশুগুলোকে একত্রিত করা হবে।"[৪৭]

উক্ত আয়াতে 'উহুশ' দ্বারা এমন বন্যপশু বুঝানো হয়েছে, যারা মানুষের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখে না, সুন্দর আচরণ করে না।[৪৮]

উপসংহার

পশু-পাখি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল সৃষ্টি এবং মানবজাতির ন্যায় তারাও আল্লাহর রহমতের অংশীদার। আল্লাহ তা'আলা তাদের মানবজাতির জন্য রহমত স্বরুপ সৃষ্টি করেছেন। যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে বিভিন্ন হিকমত, মানবজাতির জন্য কল্যাণ ও বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় রেখেছেন। আর এভাবে পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণে পশু-পাখির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা কুর'আন ও হাদীসে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি পশু-পাখির আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের প্রতি মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে। আর তাদের কোন প্রকার মানসিক ও শারীরিক কষ্ট না দিয়ে উপকার গ্রহণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীতে জীব-বৈচিত্র রক্ষা, পরিবেশের ভারসম্য রক্ষা এবং মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণে কুর'আন-হাদীসে পশু-পাখির আলোচনা অতীব প্রাসঙ্গিক বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

---

[৪৬]. ইবনে জারীর তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন*, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল-আরাবী, ২০০১, খ. ৯, পৃ.৪৩-৪৪

[৪৭]. সূরা তাকবীর, ৮১ :০৫

[৪৮]. ইমাম রাগিবব আল-ইস্ফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, কায়রো : আল-মাকতাবাহ আত-তওফীকিয়্যাহ, তা.বি.পৃ.৫৩০